সমকাল

তারিখ ...15 FEB 2016...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...১...

ছাত্রদের পথ ধরে গণমানুষের আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন | ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ; পরিচালক, ভাষাশহীদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সংকট ঘনীভূত হতে শুরু করে। এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, এ অঞ্চলের মানুষের বড় অংশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 'আন্দোলনে অগ্রণী ছিল। কিন্তু পশ্চিমা শাসকদের বাংলা ভাষা সম্পর্কে একপেশে মনোভাবের ফলে বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হলেও এ আন্দোলন মার্চের মধ্যেই ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলন শুধু শিক্ষিত শ্রেণী নয়, বরং গোটা বাঙালি জাতির মধ্যে প্রভাব ফেলে। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালি জাতি যত আন্দোলন করেছে, ভাষা আন্দোলন থেকে তার প্রেরণা এসেছে। '৫২-পরবর্তীকালে যারা জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের বড় অংশই ভাষাসংগ্রামী ছিলেন।

১৯৪৮ ও ১৯৫২– এ দুই পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ঢাকার বাইরের জেলা ও মহকুমা শহর অতিক্রম করে প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জে তা ছড়িয়ে পড়ে। সে ইতিহাস তুলে আনার জন্য ১৯৯০ সালে গঠন করা হয় 'ভাষা আন্দোলনের স্থানীয় ইতিহাস প্রকল্প'। ভাষাসংগ্রামীদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন অথবা প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জেলাভিত্তিক (তৎকালীন জেলা ও মহকুমা) ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পর্যাপ্ত উপাদান জোগান দেওয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের লেখক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। লেখক তালিকায় রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল পর্যায়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী, এমনকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীও। আমরা লেখকদের কাছে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের ওপর তথ্য আহরণের পরামর্শ দিয়েছিলাম। যেমন– পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে ও অব্যবহিত পরে সে এলাকার রাজনৈতিক অবস্থা, ১৯৪৮ সালে সেই এলাকায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা, ১৯৪৮-৫১ পর্যন্ত এলাকায় ভাষাকেন্দ্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্রমবিকাশ, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সেই এলাকার কার্যক্রম, বিশেষত স্থানীয় আন্দোলনের জন্য গঠিত কমিটি, কমিটির কর্মসূচি, জনগণের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতাদের ভূমিকা, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, ভাষাসংগ্রামীদের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে তথ্য সংগ্রহকারীরা সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। তথ্য আহরণকারীদের পরামর্শ দেওয়া হয়, ১৯৫২ সালের পর বিশেষ করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ভাষা আন্দোলনের 'প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তারা যাতে তথ্য আহরণ করেন। এই নির্বাচনে ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতাকারী মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। নির্বাচনের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি ছুটি ও শহীদ দিবস ঘোষণা করে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহীদ মিনার সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য আমরা তথ্য আহরণকারীদের পরামর্শ দিই। ১৯৫২ সালেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় এসব শহীদ মিনার। ভাষা আন্দোলন ও স্বাধিকার আন্দোলনে শহীদ মিনার আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। এ কারণে প্রতিক্রিয়াশীল ও পাকিস্তান সরকারের কাছে শহীদ মিনার ছিল এক নম্বর লক্ষ্যবস্তু। ১৯৫২ সালে এবং পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা শহীদ মিনার পুলিশ কিংবা মুসলিম লীগ নেতাকর্মীসহ প্রতিক্রিয়াশীলরা সে সময় বারবার ভেঙে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরেই পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ দেশের প্রায় সব শহীদ মিনার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে শহীদ মিনারের এই গুরুত্বের দিক লক্ষ্য রেখে স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠা শহীদ মিনার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের ওপরও প্রাধান্য দিয়েছি।

আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তথ্য আহরণ করে লেখা পাঠিয়েছেন। সাক্ষাৎকারে বর্ণিত কারও কারও তথ্যে পক্ষপাত বা অতিরঞ্জিত উপস্থাপন যেমন ছিল, তেমনি প্রকাশিত তথ্যেও কিছুটা গরমিল পাওয়া গেছে। সীমিত সামর্থ্য ও সুযোগের মধ্যে তা সংশোধনের চেষ্টা আমরা করেছি। কোনো কোনো প্রবন্ধ জাতীয় পত্রিকায় সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কিছু তথ্যের সংশোধনী আসার কারণে আমরা সঠিক তথ্য সন্নিবেশ করার চেষ্টা করেছি। বেশিরভাগ প্রবন্ধে মোটামুটি আমাদের দেওয়া রূপরেখা অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্যপ্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধের কলেবর ছোট-বড় হয়েছে। তবে প্রবন্ধ ছোট হলেই ভাষা আন্দোলন সেখানে তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি– এমন ধারণা করা ঠিক হবে না।

২০০০ সালে বাংলা একাডেমি আমার সম্পাদনায় এসব লেখা নিয়ে ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস বই বের করে। গ্রন্থে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫০টি জেলার ইতিহাস বর্ণনা করে লেখা ৫০টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলো থেকে স্থানীয় পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের বেশ কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ভাষা আন্দোলন মূলত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সূচিত হয় এবং ক্রমবিকাশও হয় তাদের মাধ্যমে। ১৯৪৮-পরবর্তীকালে বিশেষ করে ১৯৫২-এর প্রথম থেকে রাজনীতিবিদরা এতে সম্পৃক্ত হন। এদের বড় অংশ আবার বয়সে তরুণ ছিলেন। মফস্বল পর্যায়ে যেখানে কলেজ ছিল সেখানে আন্দোলন কলেজকেন্দ্রিক হয়েছে। সেসব এলাকায় ভাষা আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছে। যেসব এলাকায় কলেজ ছিল না সেখানে স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন ভাষাসংগ্রামী। কোনো কোনো স্থানে কলেজ ও স্কুলের শিক্ষার্থীরা যৌথভাবে আন্দোলনকে বেগবান করেছেন। ঢাকার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ছুটিতে বা কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে নিজ নিজ এলাকায় এসে ভাষা আন্দোলনে ছাত্রছাত্রী ও জনগণকে অনুপ্রাণিত করতেন। তাদের ও স্থানীয় শিক্ষার্থীদের দ্বারা ভাষা আন্দোলন প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, ভাষা আন্দোলনের সময় সক্রিয় সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দল বলতে ছিল কেবল আওয়ামী মুসলিম লীগ। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক বিশিষ্ট নেতা ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। অনেকে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভক্তির পর ভারতে চলে গেলে বাঙালির নেতৃত্বে সাময়িক শূন্যতা দেখা দেয়। অবশ্য প্রকাশ্য না হলেও কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশন গোপনে আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ দলের কোনো কোনো স্থানে শক্ত ভিত থাকায় দলের সমর্থকদের মাধ্যমে ভাষাসংগ্রামীরা সংগঠিত হন। এ অবস্থায় ঢাকাসহ মফস্বল এলাকায় মুসলিম লীগের প্রবল প্রভাব ছিল। সরকারি দল হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, অবাঙালি উর্দুভাষী মোহাজেরদের সহযোগিতায় মুসলিম লীগ কর্মী ও নেতারা ভাষাসংগ্রামী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কোনো কোনো স্থানে প্রকাশ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। পাশাপাশি মুসলিম লীগ চিরাচরিত ঐতিহ্য রক্ষা করে ধর্মকে ব্যবহার করে ভাষা আন্দোলনকারী ও সমর্থকদের 'ভারতের চর', 'অমুসলিম', 'কাফের' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। তা সত্ত্বেও ছাত্রদের দ্বারা সূচিত এ আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। এমনকি আন্দোলনের জোয়ারে অনেক উদারপন্থি নেতাসহ কর্মীরা ভাষা আন্দোলন ও আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতারা আত্মগোপন করে থাকলেও দ্বিতীয় সারির নেতারা আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে বা স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন।

ভাষা আন্দোলনের ওপর কিছু বই প্রকাশিত হলেও গবেষণাধর্মী কাজ হাতেগোনা। ড. আতিউর রহমানের বিআইডিএসের গবেষণাকর্ম ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে বড় কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অথচ মুক্তিযুদ্ধের শিকড় নিহিত আছে ভাষা আন্দোলনে এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসের জন্য ভাষা আন্দোলনের ওপর নির্ভর করতে হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে জেলাভিত্তিক বই প্রকাশিত হলেও ইউনিয়ন, এমনকি কোনো কোনো গ্রামেও এর উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলা একাডেমি বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি বই যার অধিকাংশ প্রবন্ধ, নিবন্ধ সংকলন বের করলেও আঞ্চলিক ইতিহাসের, বিশেষ করে আমার সম্পাদিত ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস বইটি ছাড়া কোনো প্রকাশনা নেই। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রায় ৪৫০টি বই বের হলেও এগুলো একাডেমিতে তেমন নেই। তাই গবেষকদের মধ্যে কেউ ভাষা আন্দোলন নিয়ে কাজ করতে চাইলে হাবুডুবু খেতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাশহীদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা প্রায় ৪০০টি ভাষা আন্দোলনের বই এবং ১৯৪৮-২০১৫ পর্যন্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংগ্রহ করে জাদুঘরের দ্বিতীয় তলায় একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য বাংলা একাডেমি কিংবা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত। এটি যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই জাতির জন্য মঙ্গল।